বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম হাতি তাড়াতে যাচ্ছে ডায়না টোল গেট বিটের নতুন স্কোয়াড। –সংবাদচিত্র

ডিউটিতে নামল হাতি তাড়ানোর স্কোয়াড

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে কাজ শুরু করে দিল বন দপ্তরের ডায়না টোল গেট বিটের সদ্যগঠিত হাতি তাড়ানোর স্কোয়াড। দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এদিন রাত থেকেই হাতি উপদ্রুত এলাকায় নজরদারি চলছে। জানা গিয়েছে, ডায়না টোল গেট বিট থেকে স্কোয়াডের কর্মীরা এদিন প্রয়াগপুর ও হৃদয়পুরের দিকে যান। ওই দুই এলাকা থেকে সম্প্রতি গ্রামে হাতি ঢোকার খবর এসেছিল। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিয়োগ করা দুই কর্মীর সঙ্গে দুজন বনকর্মীও থাকছেন।'

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার ভিক্টর বসু জানিয়েছেন, যে এলাকাগুলিতে স্কোয়াড কাজ করবে, সেগুলি হাতি উপদ্রুত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। স্কোয়াডের কর্মীরা প্রত্যেকে স্থানীয় এবং হাতির গতিবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও অনেকদিনের। এই নজরদারিতে স্থানীয়রা একটু হলেও নিশ্চিন্ত হবেন বলে তাঁদের আশা।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন স্কোয়াডটি আপাতত ৪ মাসের জন্য কাজ করবে। ধান কাটার এই মরশুমে হাতির লোকালয়ে ঢোকার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। আর সেটাই হচ্ছে। ডায়না টোল গেট বিটের আপার কলাবাড়ি, প্রয়াগপুর, হৃদয়পুর, জ্বালাপাড়া, ডুডুমারির মতো বিস্তীর্ণ এলাকা সন্ধ্যার পর হাতিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হচ্ছে। ডায়না চা বাগানে বুধবার রাতে দলছুট দাঁতালের হামলায় দুটি বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। জানলা দিয়ে পালিয়ে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচে দুটি পরিবার।

> যে এলাকাগুলিতে স্কোয়াড কাজ করবে, সেগুলি হাতি উপদ্রুত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। স্কোয়াডের কর্মীরা প্রত্যেকে স্থানীয় এবং হাতির গতিবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও অনেকদিনের।
>
> –ভিক্টর বসু, স্বেচ্ছাসেবক

এতদিন ওই এলাকাগুলি বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি স্কোয়াডের অধীনে ছিল। অনেক সময়ই দূরত্বজনিত কারণে ও একসময়ে একাধিক জায়গায় হাতি হানা দেওয়ায় সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল না বিন্নাগুড়ি স্কোয়াডের পক্ষে। এর ফলে বাড়ছিল সম্পদের পাশাপাশি হতাহতের সংখ্যাও। গত ১ মাসের মধ্যে আপার কলাবাড়িতে দুজন হাতির আক্রমণে মারা যান। ডুডুমারিতে জখম হন একজন।

জানা গিয়েছে, নয়া স্কোয়াডের জন্য গাড়ি ও জ্বালানির খরচ সহ ৫ কর্মীর বেতন বহন করছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আরেকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ফিল্ড অর্গানাইজার নাম দেব জানান, এই যৌথ প্রকল্প সফল হলে ভবিষ্যতে আরও কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।